আলে-ইমরান | Al-i-Imran | آلِ عِمْرَان

আয়াতঃ ৩ : ৭৩

আরবি মূল আয়াত:

وَ لَا تُؤۡمِنُوۡۤا اِلَّا لِمَنۡ تَبِعَ دِيۡنَكُمۡ ؕ قُلۡ اِنَّ الۡهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنۡ يُّؤۡتٰۤى اَحَدٌ مِّثۡلَ مَاۤ اُوۡتِيۡتُمۡ اَوۡ يُحَآجُّوۡكُمۡ عِنۡدَ رَبِّكُمۡ ؕ قُلۡ اِنَّ الۡفَضۡلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۷۳﴾

অনুবাদসমূহ:

‘আর তোমরা কেবল তাদেরকে বিশ্বাস কর, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে’। বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত। এটা এ জন্য যে, কোন ব্যক্তিকে দেয়া হবে যেরূপ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। অথবা তারা তোমাদের রবের নিকট তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে’। বল, ‘নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে চান, তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ’। — আল-বায়ান

‘এবং তোমাদের দ্বীনের অনুসারী ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করো না। তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহর (নির্দেশিত) পথই একমাত্র পথ; (এবং এটা আল্লাহর নীতি যে) একদিন তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তা-ই অন্য কাউকে দেয়া হবে অথবা অন্য লোকেরা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্য মযবুত প্রমাণ পেয়ে যাবে। বল, ‘কল্যাণ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছে তা দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যশালী ও সর্বজ্ঞ’। — তাইসিরুল

আর যারা তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তারা ব্যতীত অন্যদের বিশ্বাস করনা। তুমি তাদেরকে বলঃ আল্লাহর পথই একমাত্র সুপথ। এই আহলে কিতাবীরা বিশ্বাস করেনা যে, তাদের পরিবর্তে অন্য কারও উপর অহী অবতীর্ণ হতে পারে। অথবা তারা তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত তর্ক/বিতর্ক করতেই থাকবে। তুমি বলঃ অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা ইহা দান করেন এবং আল্লাহই রক্ষাকারী, মহাজ্ঞানী। — মুজিবুর রহমান

And do not trust except those who follow your religion." Say, "Indeed, the [true] guidance is the guidance of Allah. [Do you fear] lest someone be given [knowledge] like you were given or that they would [thereby] argue with you before your Lord?" Say, "Indeed, [all] bounty is in the hand of Allah - He grants it to whom He wills. And Allah is all-Encompassing and Wise." — Sahih International

৭৩. আর যে তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাদেরকে ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করো না(১) বলুন,

নিশ্চয় আল্লাহর নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। এটা জন্যে যে তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেয়া হবে অথবা তোমাদের রবের সামনে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে(২)। বলুন, নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছে তা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

(১) এটাও কিতাবীরা পরস্পরকে বলে। তারা এর মাধ্যমে শিখিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা কখনও কোন মুসলিমকে বিশ্বাস করে তোমাদের গোপন মনের কথা বলে দিও না। এতে তারা সাবধান হয়ে যাবে। [তাফসীরে ইবন কাসীর]

(২) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ তাদের এসব কর্মকাণ্ডের মূল কারণ হচ্ছে, ইয়াহুদীরা তাদের ছাড়া অন্যদের মাঝে নবুওয়ত আসবে বা অন্যদের মত তারাও একইভাবে কোন দীনের অনুসারী হবে, এটা সহ্য করতে পারছে না। ফলে হিংসা তাদেরকে ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে। কাতাদা বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের সম্বোধন করে বলছেন, যখন আল্লাহ অন্যদের প্রতি তোমাদের কিতাবের মত কিতাব নাযিল করল এবং তোমাদের নবীর মত নবী অন্যদেরকেও প্রদান করল তখনি তোমরা হিংসা আরম্ভ করলে। [তাবারী]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৭৩) আর যারা তোমাদের মতাদর্শের অনুসরণ করে, তাকে ব্যতীত আর কাকেও বিশ্বাস করো না।’[1] বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহর নির্দেশিত পথই (একমাত্র) পথ।’ [2] (তারা এ কথাও বলে, ‘তোমরা এও বিশ্বাস করো না যে,) তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ অন্য কাউকেও দেওয়া হবে[3] অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করবে।’ বল, ‘অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

[1] এ কথা তারা আপোসে একে অপরকে বলত। অর্থাৎ, তোমরা বাহ্যিকভাবে অবশ্যই ইসলাম প্রকাশ কর, কিন্তু নিজেদের ধর্মাবলম্বি ছাড়া অন্য কারো কথা বিশ্বাস করো না।

[2] এটা এমন এক স্বতন্ত্র বাক্য যার পূর্ব ও পরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কেবল তাদের চক্রান্ত ও হিলা-বাহানার প্রকৃতত্ব ব্যাপারে অবহিত করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, বল, তোমাদের ছলনা ও প্রতারণায় কিছু হবে না। কারণ, হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে হিদায়াত দেবেন অথবা দিতে চাইবেন, তোমাদের হিলা-বাহানা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

[3] এটাও ইয়াহুদীদের একটি উক্তি। এর সম্পর্ক হল وَلَا تُؤْمِنُوْا (___ কাকেও বিশ্বাস করো না) বাক্যের সাথে। অর্থাৎ, এটাও বিশ্বাস করো না যে, যে নবুঅত ইত্যাদি তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা অন্য কেউ পেতে পারে এবং ইয়াহুদী ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সত্য হতে পারে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=366

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন